সাত
গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য

অদূরে ওই দয়াল সাধুর আখড়া
টিম্ টিম্ হলুদ বাতি জ্বলছে
আখখেতে খয়া চাঁদ
হাওয়ার সুতোয় ঝুলছে

চৌদ্দ

হাওয়া লেগে সরে যাচ্ছে
সমস্ত উৎস মুখ

আর হাওয়া তো-দিগন্তের
দিক থেকে আসে

যখন যতি চিহ্নের মুখ
দাঁড়িয়ে উপসংহার খুঁজে তখন
নৌকো এসেছে ছলাৎছল

তুমি তো স্রোত দেখে
চিনতে পারো
মাঝির সঙ্গে হালের সম্পর্ক

শুধু মনে পড়ে না সেখানে
তোমার শৈশবের নদীটি
ওই উৎস মুখে
ঠিকানা হারিয়েছে কি না

খেই হারিয়েছি

চাঁদের আলোর নামে
মধ্য রাতের গাঢ় স্বপ্ন

শঙ্খ স্তনের মতো আধ ফোটা পদ্ম বনে
পৃথিবীর প্রাচীনতম অহংকার
মিথুন ক্রীড়া দেখি

জ্যোস্নার ফাতনায় রাতভর
জল চেটে খায় লজ্জা জরানো
স্ট্রবেরীর আবেদন

মুগ্ধতায় নিবিড় পৃথিবীর চাঁদ
প্রশ্রয়ের প্রগাঢ় হয় দিগন্তের প্রান্তর
এক সময় জল উছলে উঠলে
প্রয়সীও লজ্জাবতী হয়।